ISSN-1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
ষষ্ঠবিংশতিতম সংখ্যা
মার্চ ২০০৩/ ফাল্গুন ১৪০৯

জনগণের তথ্য জানার অধিকার : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মমতাজ হক *

Abstract : The right to know is the fundamental right of every people. This is, in fact the human right. The constitution of Bangladesh ensures the right to speak freely and to express one's opinions fearlessly. If people are bound to suppress their free opinion, people themselves will be deprived of enough information. To ensure free flow of information, all the avenues to pass information should be kept wide open. Thus freedom of speech, freedom of the press, and access to information are interrelated. For the free outlet of information our communication media plays a pivotal role. Thus, the Television, radio and the rest other media have to be independent in its truest sense for apprising the people the right information. The press Zhas to be completely pressureless in releasing news and views. At the same time the press has to be provided with the right to access information from all sources. Ohterwise we shall never be able to deem ourselves as a knowledgeable nation.

ভূমিকা

স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষই জন্মগতভাবে সমঅধিকার ও মর্যাদাসম্পন্ন প্রাণী। মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধ থেকেই মানবাধিকারের জন্ম হয়েছে। মানুষের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতাসহ মৌলিক অধিকার ভোগের স্বাধীনতায় রয়েছে তার মনুষ্যত্বকে সম্মানের নির্ণায়ক। আর ভাব প্রকাশের ছাপানোরূপে বাহন হলো সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের সমাজজীবনে চিন্তার স্বাধীনতার বিষয়টি। ওই স্বাধীনতা আমরা অর্জন করতে পারি সংস্কারমুক্ত মনের বিকাশে নিরন্তর প্রয়াসী হয়ে। আলোকায়ন, সমৃদ্ধায়ন ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে অধিকার সচেতন না হলে নিজেদের ভাগ্য কখনও গড়ে নিতে পারবো না আমরা। দেশের গণমাধ্যমগুলোর যাবতীয় কর্মকাণ্ড, অংশগ্রহণ ও ভূমিকা ওই ক্ষমতায়ন ও অধিকার সচেতনতাকে লক্ষ্য করেই। তাই মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্নটি এসেছে, এসেছে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কিত নানা সমস্যার প্রসঙ্গ।

সংবিধান

বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত কথা বলা ও মত প্রকাশের অধিকার অন্য যে কোনও লিখিত সংবিধানের মতোই এক নিশ্চিত অধিকার। আর এই অধিকারের অর্থ তথ্য অন্বেষণ ও তথ্য প্রাপ্তির

---

* প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), সাভার, ঢাকা।

নিশ্চয়তা। সংবিধান থেকে এটা পরিস্কার যে, আমরা একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। যখন একটি সমাজ গণতন্ত্রকে ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় লালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তখন সরকারের সকল ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা জনগণের প্রাথমিক কর্তব্য। তেমনই শাসকদের আচার-আচারণের জবাবদিহি চাইবার অধিকারও নাগরিকদের রয়েছে। জবাবাদিহি ছাড়া কোনও গণতান্ত্রিক সরকার টিকতে পারে না। আর জবাবদিহির মৌলিক শর্ত হচ্ছে এই যে, সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণকে সঠিক তথ্য দিতে হবে। সরকার কিভাবে চলছে তা জনগণের জানা থাকলেই কেবল তারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাদের নির্ধারিত ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং গণতন্ত্রকে প্রকৃত অর্থেই কার্যকর অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্ররূপে দাঁড় করাতে পারবে। জেমস ম্যাডিসন বলেছেন জ্ঞান সর্বকালেই অজ্ঞানতাকে শাসন করবে। যে জাতি নিজের শাসক হতে চায় তাদেরকে অবশ্যই শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে। একটি জনগণের সরকারের কাছে জনগণের জন্য তথ্য যদি উম্মুক্ত না থাকে এবং তথ্য পাওয়ার উপায়ও যদি না থাকে, তাহলে সেই সরকার হয় একটা প্রহসন অথবা ট্র্যাজেডির সূচনা, অথবা একই সঙ্গে দুটোই। দেশ পরিচালনার ব্যাপারে সত্য ঘটনা ও তথ্য জানার নাগরিক অধিকার তাই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম খুঁটি। একারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খোলামেলা সরকারের দাবি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সত্যিকার অর্থেই জনগণকে যদি সবকিছুর মালিক হতে হয় তাহলে এমন একটি পদ্ধতি সৃষ্টি প্রয়োজন যার মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকান্ডে জবাবদিহির সম্পর্ক সৃষ্টি করা সম্ভব। এই সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের জন্য তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্য দিয়ে জনগণ তাদের সার্বভৌম ক্ষমতার চর্চা করতে পারে। কিন্তু যদি তাদেরকে তথ্য জানানো না হয় তাহলে কোন কাজ সমাজের জন্য ভাল, কি ভাল নয় তা বিচার এবং বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে তারা ক্ষমাতাহীন থেকে যায়। গণতন্ত্রকে টিকে থাকতে হলে প্রজাতন্ত্রের নীতিমালা ও কর্মকান্ডের ব্যাপারে নাগরিকদের পর্যাপ্ত তথ্য জানা প্রয়োজন। তথ্য প্রাপ্তির এই প্রক্রিয়াকে জনগণের অধিকার বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হইবে।" সংবিধানের প্রণেতাগণের বিশ্বাস ছিল যে, একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অর্থবহ করতে হলে মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহ, স্বাধীনতা, মানবিক মর্যাদা ও ব্যাক্তি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করতে হবে। সাংবিধানের ৭ নং অনুচ্ছেদ আমাদের সংবিধানের ধ্রুবতারাসম। এই অনুচ্ছেদে প্রজাতন্তের সকল ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে জনগণের হাতে। সাংবিধানিক ও আইনগত অবস্থান থেকে জনগণের এই অধিকার এবং তার অবস্থান চিহ্নিত করতে আমাদের সংবিধানের ৭ নম্বর ও ১১ নম্বর অনুচ্ছেদের উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশ সংবিধানে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার জনগণের সক্রিয় এবং কার্যকর অংশগ্রহণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার এর বিষয়গুলো এই সম্পূরক সম্পর্ককে আরও জোরদার করেছে।

যেহেতু তথ্য চাওয়া, তথ্য পাওয়া ও তথ্যে অংশীদার হওয়া অধিকারেরই ভিন্ন ভিন্ন উপাদান, তাই আন্তর্জাতিক নানা দলিলে এসব অধিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা কোনও ভাবেই অর্থবহ হবে না যদি এই অধীকারের মধ্যে অবাধে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারও না থাকে। সুতরাং বাংলাদেশ সংবিধানে রক্ষিত কথা বলা ও মত প্রকাশের অধিকার অন্য যে কোনও লিখিত সংবিধানের মতোই একটি নিশ্চিত অধিকার। এই অধিকারের অর্থ হচ্ছে তথ্য অন্বেষণ ও তথ্য প্রাপ্তির অধিকার। মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য প্রদত্ত সকল আন্তর্জাতিক ও জাতীয় নিশ্চিতপত্রের মধ্যে তথ্য লাভের অধিকার নিহিত রয়েছে। যদিও তথ্যপ্রাপ্তির ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা কথাগুলো নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত, যদিও এগুলো প্রত্যয়গতভাবে অখণ্ড এবং বাস্তবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তবুও তারা সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়।

আমাদের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের ২ নং ধারায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার যে প্রত্যয় সংরক্ষিত রয়েছে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত এবং অন্য যেসব দেশে এসব

অধিকার সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে তাদের মত প্রকাশের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রত্যয়গুলো আলাদা নয়। সরলভাবে বললে সংবিধানের ৩৯ (২) উপানুচ্ছেদ কোনও ধারণার ব্যক্তকরণ, প্রকাশনা, পরিবেশনা এবং প্রচারণা এই সকল মৌলিক অধিকারের অংশ। সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝায় যে, জীবনকে রক্ষা করতে এবং মর্যদাপূর্ণ জীবনধারণ করতে আমাদের যা কিছু দরকার আমাদের সেসব কিছুরই অধিকার আছে। যেসব জিনিস আমাদের জীবনকে সরাসরি কিংবা খুব কাছ থেকে প্রভাবিত করে সেসব জিনিস সম্পর্কে জানার এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

তথ্যের স্বাধীনতা

চিন্তার ক্ষেত্রে পণ্ডিতদের মতে কথা বলার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের (প্রেস) স্বাধীনতা, মত প্রকাশের (এক্সপ্রেশন) স্বাধীনতা এবং তথ্যের স্বাধীনতাকে চারটি আলাদা-আলাদা উপাদান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা চলে। এ ব্যাপারে তাঁদের জোরালো মত হচ্ছে এই যে, যদিও এগুলো পরস্পর পরিপুরক, তথাপি অধিকার হিসেবে প্রত্যেকটি আলাদা-আলাদাভাবে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। কথা বলার স্বাধীনতা হচ্ছে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ হতে মুক্ত থেকে ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা ও তথ্যাদি জ্ঞাপনের সামর্থ্য। কথা বলার স্বাধীনতার মধ্যে ব্যাপকতম অর্থে প্রকাশের স্বাধীনতা অর্থাৎ চিন্তাভাবনা, তথ্য বা ভাব মুখের ভাষায় বা লিখিতভাবে প্রকাশ করা, মুদ্রণ করা বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে সম্প্রচার করা।

তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের মূল কথা হচ্ছে রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মান, শুধু তার পরিমাণ নয়। তথ্যের বিশ্লেষণ ও তুলনা করা না হলে তাকে সমকালীন করা না গেলে তথ্য অনেক সময় নিষ্ফল থেকে যায়।

"সম্প্রচার মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন ও রেডিওকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে যাতে তথ্য, যোগাযোগ ও মতামতের স্বাধীন আদান প্রদান ঘটতে পারে। নিয়ন্ত্রণ কুক্ষিগত করে এমন যে কোনও কিছুকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করা এবং সর্বোচ্চ মাত্রায় অংশগ্রহণ ও বৈচিত্র্য অর্জনের চেষ্টা করা যে কোনও মুক্ত সমাজের জননীতির মূল লক্ষ্য। কারণ এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ। সেটা রাষ্ট্রেরই হোক বা ব্যক্তিমালিকেরই হোক তা গণতান্ত্রিক সমাজের প্রাণস্বরূপ মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি একটা গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।"

তথ্যের অধিকারের কথা যখন বলা হয় তখন আমরা প্রায়ই এর সঙ্গে স্বাক্ষরতার অধিকারের সম্পর্কটি উপেক্ষা করি। ভাষা ও স্বাক্ষরতা ছাড়া যোগাযোগ সম্ভব নয়। ভাষা হচ্ছে বাহন আর স্বাক্ষরতা হচ্ছে সামর্থ্য। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে মানুষের সুপ্তশক্তি রয়েছে যা সবসময় অবহেলিত। তথ্য প্রাপ্তির কথা দূরে থাক, তাদের পারস্পরিক যোগাযোগের উপায় পর্যন্ত নেই। নিরক্ষরতার অন্ধকারে তারা নির্জীব হয়ে পড়েছে।

তথ্যের স্বাধীনতা কেবল একটি জাতীয় চিন্তার বিষয় নয়। আজ তা একটি আন্তর্জাতিক মাত্র অর্জন করেছে। সংবাদ মাধ্যমের বিশ্বায়নের ফলে তা ক্রমশ আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তথ্য মাধ্যমের বিশ্বায়নের ফলে তথ্যসমৃদ্ধ জাতিগুলো তথ্যে দরিদ্র জাতি ও দেশগুলোর ওপর কি প্রভাব ফেলতে পারে, সেই বিবেচনায়ও তথ্যের স্বাধীনতার গুরুত্ব বাড়ছে। এটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ একটি ব্যাপার যে, মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণা (UDCHR) প্রাণীত হওয়ার আগেই তথ্যের স্বাধীনতা একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল।

জাতিসংঘ সম্মেলনে বিধিমালা প্রণয়ন

গংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে; ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ সম্মেলনের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে। দ্বিতীয় অধিবেশনে উপ-কমিশন মত প্রকাশের ও তথ্যের স্বাধীনতার বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করে যা (Universal Declaration of Convention on Human Rights এর খসড়ায় সন্নিবেশিত হয়। তৃতীয় অধিবেশনে তথ্যের স্বাধীনতা বিষয়ে গবেষণায় প্রস্তুতি নেয়া হয় চতুর্থ অধিবেশনে উপ-কমিশন একটি আন্তর্জাতিক কোড অব এথিক্স এর খসড়া রূপরেখা প্রণয়ণ করে যা কিনা তথ্য সমাবেশ, সম্প্রচার ও বিতরণের কাজে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। এই উপ-কমিশন তথ্যের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দিষ্ট বিষয়েও আলাপ আলোচনা করে। তথ্য কর্মীদের জন্য প্রণীত আন্তর্জাতিক কোড অব এথিক্স এর খসড়াটি কাউন্সিলে পেশ করা হয় ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে উপ-কমিশনের চূড়ান্ত অধিবেশনে। তার পর উপ- কমিশনের কাজে ছেদ পড়ে। তথ্যের স্বাধীনতা বিষয়ক কনভেনশন ও কোড অব এথিক্স এখন হালনাগাদ ও পরিবর্ধন করা প্রয়োজন।

"মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার। এই অধিকারের মধ্যে আছে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ মুক্ত ভাবে এবং অঞ্চল নির্বিশেষে সকলের জন্য যে কোনও অভিমত পোষণের অধিকার, তথ্য ও ভাবনা চিন্তা গ্রহণ ও সেই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার। এই অনুচ্ছেদ কোনও রাষ্ট্রকে সম্প্রচার, টেলিভিশন বা চলচ্চিত্র শিল্পকে লাইসেন্স প্রদানের প্রয়োজনে প্রতিবন্ধক হবে না।"

মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণায় ১৯ অনুচ্ছেদ, আমেরিকান ডিক্লারেশন অব দ্যা রাইটস, ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস, ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন হিউম্যান রাইটস, আফ্রিকান চার্টার অন হিউম্যান রাইটস্ এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যে সব লিখিত সংবিধান ও আইন গৃহীত হয়েছে সেগুলোতে নিশ্চিত অধিকারসমূহের সংশ্লিষ্ট বিধানগুলো পদ্ধতিগতভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। গত ৫০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে তথ্য ও মত প্রকাশের অধিকার বিষয়ক আইন ও প্রস্তাবসমূহকে হালনাগাদ করার প্রয়োজন খতিয়ে দেখার প্রয়োজন।

বিভিন্ন অধিকার

অধিকার বিভিন্ন রকমের যেমন ঃ ব্যক্তিগত অধিকার, পৌর অধিকার, সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার ইত্যাদি। এসব অধিকার আইনের ভাষ্য অনুযায়ী বহু বিস্তৃত। কোথাও এই অধিকার এক প্রকার পাওনা। যেমন আমরা চলাফেরা করার অধিকার, কোথাও এটি স্বাধীনতা যেমন কবিতা লেখা কিংবা গান গাওয়ার স্বাধীনতা। কিন্তু ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা সবদেশের সকল নাগরিকের একটি মৌলিক অধিকার আমাদের সংবিধানে এই স্বাধীনতার স্বীকৃতি রয়েছে। অবাধ ও মুক্ত আলোচনা বা স্বাধীনতার পর্যায়ভুক্ত। সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ইত্যাদি সকল বিষয়ে কথা বলার অধিকার এই স্বাধীনতার আওতায় পড়ে।

বিভিন্ন মাধ্যমে মত প্রকাশ

ভাব প্রকাশের নানাবিধ ক্ষেত্রে যেমন, লেখনি, অংকন, অভিনয়, সঙ্গীত, কলা বা অন্য কোনো মাধ্যমে বা স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে শুধু নিজের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতাকেই বুঝায় না, অন্যের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতাকেও বুঝায়। বাক স্বাধীনতা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা সংবাদ ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বই, ম্যাগাজিন, চলচ্চিত্র, গ্রামোফোন, লাউড স্পীকার, প্রভৃতি ভাব প্রকাশে স্বাধীনতা। প্রযুক্তির নবতর সংযোজনে

ও উন্নয়নে এখন অডিও ক্যাসেট, ভিডিও ক্যাসেট, কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সিডি) অডিও এবং ভিডিও কম্পিউটার, ই-মেইল, ইন্টারনেট ক্যাবল ডিস এর মাধ্যমের স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতার পর্যায়ে পড়ে। তবে আধুনিক ও নবউদ্ভাবিত মাধ্যমগুলোর ব্যাপারে আইনের আওতায় এখন পূর্ণাঙ্গ নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে নতুন আইনের প্রয়োজন। কারণ, পুরনো আইনের ফাঁক দিয়ে এই মাধ্যমগুলো সমাজে অনেক নতুন সমস্যা সৃষ্টি করছে এবং তাতে মানুষের স্বাধীনতার আওতা স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

বাক-স্বাধীনতার কথা সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত হলেও মানুষের মৌলিক অধিকার হিসাবে সর্বত্র একই মাপকাঠিতে তা বিবেচিত হয় না। দেশে-দেশে সমাজে এর চেহারা ভিন্ন। এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও সামাজিক, রাজনৈতিক ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনে তা ভিন্ন। প্রায়ই এই কারণে পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ থেকে তা আলাদা করে বিবেচনা করা হয়।

নতুন প্রযুক্তি

সমাজকে তথ্যসমৃদ্ধ হতে হবে। তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির ফলে স্যাটেলাইট এবং টেলিকমিউনিকেশন এর বিস্ময়কর উন্নতি সাধনের ফলে এখন পৃথিবী। "ইলেকট্রোনিক গ্লোবাল ভিলেজ" এ পরিণত হয়েছে। অবশ্য ইলেকট্রোনিক তথ্য জগতে উন্নয়নশীল দেশের কতজনই বা প্রবেশাধিকার পায়? এই প্রশ্ন যদিও অবান্তর নয় তবে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সহায়তায় আজকে আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলো বিশ্বের অন্যান্য গণমাধ্যমগুলোর সাথে অসম প্রতিযোগিতায় হিমশিত খাচ্ছে। বিদ্যমান প্রতিযোগিতামূলক গণমাধ্যম ব্যবস্থায় আমাদের সংবাদপত্র, রেডিও টেলিভিমন বিশ্বাসযোগ্যভাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে না পারলে গুরুত্বহীন থেকে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। বর্তমানে আমাদের জনগোষ্ঠীর বাইরের গণ মাধ্যমের ওপর যেভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে তার প্রেক্ষিতে জাতীয় গণমাধ্যমের কাছে কিছু প্রত্যাশা এবং অধিকারের দাবি করা খুব বড় আবদার নয়।

সাংবাদিকদের তথ্য প্রকাশের পূর্বশর্ত হচ্ছে তথ্য প্রাপ্তি। তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন। Right to information Ges Access to information নিশ্চয়তা এর মত স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত হওয়াই স্বাভাবিক। বিভিন্ন আইনের মারপ্যাঁচে তথ্য প্রবাহের গতি ও বিস্তৃতিকে কমিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সাংবাদিকাদের স্বাধীনতা বলতে অন্যান্য স্বাধীনতার মধ্যে সংবাদসংগ্রহ করার স্বাধীনতাকেও বোঝায়। যে কোন গণতান্ত্রিক সমাজের মত আমাদের দেশের সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সঙ্গত কাণেই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। সেক্ষেত্রে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের কাজের দুর্বলতা কিংবা ত্রুটি-বিচ্যুতি জনগণের কাছে উপস্থাপন করা উচিত এবং সে কারণে সাংবাদিকদের সেই সকল প্রতিষ্ঠানের সংবাদসংগ্রহের স্বাথ্যে তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ অধিকার হিসাবে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

সাংবাদিকের অধিকার এবং স্বাধীনতা বাংলাদেশেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। এটা স্বীকার্য যে, মানুষের স্বাধীনতার গণ্ডি স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হলে মানুষ ন্যায়-অন্যায় ভুলে যায়। অনেকে এটাও মনে করে থাকে যে, শৃঙ্খলা মানুষের মনকে শৃঙ্খলিত করে। সাধারণতঃ শৃঙ্খলিত মন নৈরাশ্যজনক ও দুঃখ ভরাক্রান্ত হয়। তাদের যুক্তি আইন দ্বারা শৃঙ্খলিত না হলেই সমাজের মানুষ সুন্দর এবং অবাধ জীবন যাপন করতে পারে।

বিভিন্ন এ্যাক্ট

সকল নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার মৌলিক এবং সেই অধিকার অবাধ নয়, বাধা-নিষেধযুক্ত। বলা হয়ে থাকে ব্যক্তির অধিকারের সাথে সমষ্টির অধিকারের সংঘর্ষ হলে ব্যক্তিকে পথ ছেড়ে দিতে হয়। জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে, কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য বিষয়ে

সকলকে সব সময় সব কথা জানতে দেয়া যায় না। দিলে সংঘাত ও সংকটের সৃষ্টি হতে পারে। এসমস্ত বিষয়ে তাই সাংবাদিকদেরও অধিকার নেই সংবাদ সংগ্রহ করার। দি অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট, ৯২৩-বলা হয়েছে ঃ নিষিদ্ধ স্থানে কেউ যদি যায় বা যেতে অগ্রসর হয় কিংবা ঐ স্থানের কোনো নকশা বা স্কেচ বানায় বা কোনো গোপন তথ্য সংগ্রহ বা প্রকাশ করে তবে সে অপরাধী হবে। ৩ (ক) ধারায় বলা হয়েছে যে নিষিদ্ধ স্থানের কোনো ফটো, স্কেচ বা নকশা কেউ প্রকাশ করতে পারবে না। ৪ ধারায় বলা হয়েয়ে যে, কোনো বিদেশী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করে খবর সংগ্রহ করতে পারবে না। ৫ ধারায় বিবৃত হয়েছে যে কোন ব্যক্তি গোপনে কোনো সংবাদ পেয়ে থাকলে সেই সংবাদ প্রকাশ করতে পারবে না। কোন সংবাদপত্র যদি কোনো গোপন সংবাদ প্রকাশ করে তবে প্রতিবেদক, সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক অপরাধী হবে এবং এসব কাজে সহায়তা করা অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। এসব অপরাধের বিচারের সময় আদালত বাইরের কোনো লোককে আদালত কক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে পারেন। উপর্যুক্ত কার্যাবলী যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে হয় তবে তা অপরাধজনক হবে।

বাংলাদেশে সংবাদপত্র স্বাধীন কিন্তু কতিপয় আইন সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে সাংবাদিকরা অনেকগুলো আইনের ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব পালনে মুখোমুখি হন। আবার সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরাও কোনো কোনো আইনের আওতায় পড়ে যান। সংবাদপত্রের মালিক পক্ষ কোনো কোনো আইনের সুবিধায় শ্রমজীবী সাংবাদিকদের সুযোগ সুবিধা, অধিকার অনাধিকারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নিয়ে থাকেন। কোন কোন আইন যেমন সংবাদকর্মীদের সুযোগ-সুবিধা, চাকরির শর্তাবলী কিংবা নিয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হবার সুযোগ দেয় আবার কোনো কোনো আইন সংবাদপত্র, সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনার অবস্থা এবং সংবাদকর্মীদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা এবং প্রাপ্য অধিকারের আয়তন নির্ধারণ করে দেয়। ফলে আইনের প্রভাব সংবাদপত্রে পড়েই। সংবাদপত্র, সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপনা এবং সাংবাদিকরা যে সকল আইনের মুখোমুখি হন সেগুলো হল :

সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপনা ও সাংবাদিক এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন সমূহ ঃ

- ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন, ১৯৭৩
- প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৭৪
- কপিরাইট অধ্যাদেশ, ১৯৬২
- শিশু আইন, ১৯৭৪
- দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩
- বৈদেশিক সম্পর্ক আইন, ১৯৩২
- টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫
- ডাকঘর আইন, ১৯৯৮ বেতার টেলিগ্রাফ আইন, ১৯৩৩
- চলচ্চিত্র সেন্সরশীফ আইন, ১৯৬৩
- বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা অধ্যাদেশ, ১৯৭৪
- সংবাদপত্র কর্মচারী (চাকরির শর্তবলী) আইন, ১৯৭৪
- শিশু সর্ম্পক অধ্যাদেশ, ১৯৬৯
- শিশু সম্পর্ক (নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশ আইন, ১৯৮২
- শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন ১৯৬৫
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০
- বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪
- অশালীন বিজ্ঞাপন (নিষিদ্ধকরণ) আইন, ১৯৬৩
- সাক্ষ্য আইন, ১৯৭২
- আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬
- ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮

দেশের অধিবাসীদের মূল্যবোধ সেদেশের নাগরিক অধিকারকে ভোগ এবং অর্জন করার সুযোগ করে দেয়। আমাদের দেশে সমাজের মূল্যবোধ আমাদের সাংবাদিকতায় সঙ্গত কারণেই প্রতিফলিত হয়, প্রভাবিত হয়। সংবাপত্রের স্বাধীনতা তাই আমাদের গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা এবং তা থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার ফসল। এদেশের সাংবাদিক সমাজ গণতান্ত্রিক সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ। গণতন্ত্র বিকাশে অধিকার অর্জন ও অধিকার চর্চার জন্য সচেতন সাংবাদিক তথ্য-সচেতন নাগরিকদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি আইন প্রয়োজন যে আইন জনগণকে তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে সাহায্য করবে; পরিস্কার ভাষায় বলে দেবে চাওয়া মাত্র জনগণকে তথ্য সরবরাহ করাই নিয়ম আর না করাটা এই নিয়মের ব্যতিক্রম; তবে এই ব্যতিক্রম কোনো কোন ক্ষেত্রে ঘটতে পারে তার উল্লেখ থাকতে হবে আইনে; সহজ পদ্ধতিতে সহজবোধ্যভাবে তথ্য হস্তান্তরের নিশ্চয়তা থাকবে এই আইনে; এই আইনে বলা থাকবে কে, কিভাবে এবং কত সময়ের মধ্যে তথ্য হস্তান্তর করবে; কেউ তথ্য চেয়েও অন্যায়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হলে এই আইনে সহজ প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকবে; এবং এ আইন কম্পিউটার ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে। তবে এমন কোনো আইন প্রয়োজন নেই যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় কিংবা সাংবাদিকরা নির্যাতনের শিকার হন।

উপসংহার

বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজ গণতান্ত্রিক সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ। গণতন্ত্র বিকাশে এবং অধিকার অর্জনে এই মহলের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রেস, তথ্য ব্যবস্থা এবং গণমাধ্যমকে তাই সচেতনভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পেশাগত দায়িত্বহীনতা এবং অপব্যবহারে তা বিনষ্ট না হয়। আইনের পরিধি যেন সাংবাদিকের স্বাধীনতার মাত্রাকে খর্ব না করে এবং অধিক দায়িত্বশীল করে দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দেয়। আইন হচ্ছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মানুষের প্রণীত বিধান। মানুষের স্বাধীনতার পরিধি বাড়াতে হবে এবং এখানেই রয়েছে সাংবাদিকতার গতিশীল ভূমিকা। তাই তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আধুনিক প্রযুক্তি ও নতুন নতুন সামাজিক সমস্যা নতুন করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে সাংবাদিক তথ্য গণমাধ্যম কর্মীদেরকে। এই চ্যালেঞ্জ আইনের আয়তন অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত অপর্যাপ্ত এবং অনুপযোগী। প্রয়োজন তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং যুগোপযোগী আইন।

গ্রন্থপঞ্জি

ড. রহমান গোলাম, বাংলাদেশের গণমাধ্যমে নিয়ন্ত্রণমূলক আইন।
ইসলাম এম, আমীর উল, জানার অধিকার মুক্তির অধিকার,নিরীক্ষা, ঢাকা।
ইসলাম মোঃ সাইফুল, মানবাধিকারের স্বরূপ দৈনিক মানবজমিন।